R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ
সেন সু ষ্টোর
এর নবপদক্ষেপ
রঘুনাথগঞ্জ শহরে এই প্রথম
Khadim's
শো-রুমের শুভ উদ্বোধন
আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)
স্থান ঃ রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

এপ্রিলে সারানো ৩৪নং জাতীয় সড়ক জুন-জুলাই-এ বেহাল

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ বর্ষা শেষ হতে না হতেই আবার ৩৪নং জাতীয় সড়কের অবস্থা বেহাল হয়ে উঠেছে। সড়কটির সর্বত্র বড় বড় গর্তে ভরে গেছে। বৃষ্টির সময় অনেক জায়গা পুকুর কিংবা নদী ছাড়া কিছু ভাবা যায় না। বিশেষ করে উমরপুর থেকে ধুলিয়ান পর্যন্ত জাতীয় সড়কটির অবস্থা বেহাল। যদিও এই রাস্তা গত বছরের বর্ষা ও বিধ্বংসী বন্যার পর মার্চ-এপ্রিল মাসে সারানো হয়। দু' মাস যেতে না যেতেই রাস্তার পিচ উঠতে শুরু করে। বর্তমানে রাস্তাটি খানা-খন্দে ভরে গেছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, রাস্তাটি মেরামতির কাজ খুবই নিম্ন মানের হয়েছে। কেবল মাত্র কয়লার ছাই ও পিচ দিয়ে সারানোর ফলে ধুলো হয়ে সব ছাই উঠে পড়ছে। রাস্তাটির উপর দিয়ে যে পরিমাণ মালবাহী ভারী গাড়ী চলে সেই রকম ভার গ্রহণ করার মতো শক্তিশালী ও মজবুত রাস্তা তৈরী করা হয় না। এরফলে রাস্তা মেরামতের কাজ শেষ হতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

নির্বাচনে জেলায় সি পি এমের কুপনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৫ লক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লোকসভা নির্বাচনে সিপিআই (এম) দল সারা মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে পনের লক্ষ টাকা অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এছাড়া আরএসপি দলও কিছু অর্থ সংগ্রহে নামবে। দলীয় সূত্রে খবর প্রতি লোকসভা আসন পিছু ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি থাকলেও সিপিএম নির্বাচনী খরচ যথাসম্ভব কম করবে। নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি বা কংগ্রেস, কত অর্থ সংগ্রহ করবে, কিই বা তাদের লক্ষ্যমাত্রা সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট আভাস মেলেনি। সিপিএম দলীয় নেতৃত্ব সূত্রের খবর জেলার আটটি জোনকে কমবেশী দেড় লক্ষ টাকা করে অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য বলা আছে। এক একটি জোনে তিন বা চারটি করে ব্লক অন্তর্ভুক্ত। তাই গড় সংগ্রহ জোন প্রতি দেড় লক্ষ ধরা আছে। এছাড়াও প্রতিটি জোনাল কমিটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

এক প্রহরী ও ডাকাত নিহত, ব্যবসায়ী গুরুতর জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ আগষ্ট রাত্রি ১১টা নাগাদ ধুলিয়ান হাসপাতাল মোড়ে 'সান' ভিডিও সংলগ্ন আতাউর রহমান নামে এক মুদিখানা ব্যবসায়ীর দোকানে হঠাৎ চড়াও হয় ৭/৮ জন ডাকাত। ডাকাতদল ব্যবসায়ীর ক্যাশ বাক্স ছিনিয়ে নেয়। আতাউর ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে ভোজালির কোপে গুরুতর জখম হ'ন। তাঁর চিৎকারে নৈশ প্রহরী জহরুল সেখ (৩৫) ডাকাতদের বাধা দিতে গেলে ডাকাতরা তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়তে থাকে। আহত জহরুল মাটিতে পড়ে গিয়ে চিৎকার করতে থাকেন। চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এসে ডাকাতদলকে তাড়া করে। ডাকাতদের সঙ্গে সংঘর্ষে বেশ কয়েক জন গ্রামবাসী জখম হ'ন। জহরুল ঘটনাস্থলে মারা যান। গ্রামবাসীদের হাতে মাইমল সেখ (২৫) নামে এক ডাকাত ধরা পড়ে। শুরু হয় গণপিটুনী। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে তারও মৃত্যু হয়। বাকী ৬/৭ জন ডাকাত বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে যায়। আতাউরের ক্যাশ বাক্স পাওয়া গেলেও টাকা পয়সা পাওয়া যায়নি। (শেষ পৃষ্ঠায়)

গঙ্গার ভাঙ্গনে 'সবুজ দ্বীপ' বিপন্ন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গঙ্গার চরে সদরঘাটে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ ও জঙ্গিপুর পুরসভার যৌথ উদ্যোগে প্রচুর টাকা ব্যয়ে গড়ে ওঠা 'সবুজ দ্বীপ' গঙ্গার ক্রমাগত ভাঙ্গনে বিপন্ন। চরের ধনপতনগরের দিকের পার ক্রমশঃ ভাঙ্গছে। বিশেষত এই বর্ষার মরশুমে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গঙ্গা গর্ভে চলে (২য় পৃষ্ঠায়)

বহিঃমূল্যায়নের টাকা আত্মসাৎ নিয়ে অভিযোগ

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ গত মে মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য এক বহিঃমূল্যায়ন পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষায় তদারকি শিক্ষক/শিক্ষিকাদের টিফিন বাবদ ১৫ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। এক একটা বিদ্যালয়ে ছাত্র অনুযায়ী দুই, তিন বা চারজনও তদারকি শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে শিক্ষকদের অভিযোগ টিফিন বাবদ ঐ টাকা আজ পর্যন্ত ফরাক্কা ও ধুলিয়ান শিক্ষা-চক্রের (২য় পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস কর্মীদের রাজনৈতিক কনভেনশন

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রঘুনাথগঞ্জ-১ ও ২নং ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে গত ২৯ আগষ্ট সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে অবধি কর্মীদের নিয়ে এক রাজনৈতিক কনভেনশন হয় রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের জোতকমল হাই স্কুলে। কনভেনশনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা অতীশচন্দ্র সিংহ, (২য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৬ সাল।

সরকারী অফিসের কর্মসংস্কৃতি

সম্প্রতি রাজ্য সরকারী অফিসে কর্মসংস্কৃতির জোয়ার আনিবার ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের পুনঃ উদ্যোগ শুরু হইল গত ২ আগষ্ট। যদিও এই ধরনের হুমকী পূর্বেও দিয়াছিলেন বামফ্রন্টের মন্ত্রীমহোদয়গণ, কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। সম্ভবত এইবারও হইবে না। কারণ মহকুমার অফিসগুলি হইতে যাহা খবর আসিতেছে তাহাতে অফিসের 'বস'-এর কড়াকড়িতে হাজিরা সময়মতো থাকিলেও স্থানীয় কর্মীরা কিছুক্ষণ বাদেই চলিয়া যাইতেছেন নিজ নিজ বাড়ী। কেহ মধ্যাহ্নভোজন সারিতে, কেহ টি ভি সিরিয়াল দেখিতে। অফিসে হাজিরা ঠিকমতো থাকিলেও কাজের কাজ কতটুকু হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য লোক কোথায়? যদিও সরকারী আধিকারিকরা হাজিরা বিনা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে গেলেই তো হুমকী আসিবে বিভিন্ন সরকারী কর্মী সংগঠনের তরফ হইতে। যাঁহারা বেতন বৃদ্ধি বা ন্যায্য পাওনার দাবীতে যতখানি সরব, আপন কর্তব্য সম্পাদনে ততখানি সচেতন নহেন। এই ব্যাপারে সরকারী আধিকারিকদের নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য পালন করিবারও উপায় নাই। তাঁহাদেরও চলিতে হয় ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের কথা মতো। নহিলে নেতাদের ক্ষোভের শিকার হইতে হইবে। অপরপক্ষে এই রাজ্যের বৃহত্তম কর্মচারী সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটি, যাহা একটি রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট। দলের নিরাপদ ছত্রচ্ছায়ায় নিদ্রা যাইতেছে অধিকাংশ সরকারী কর্মচারী। তবে কর্মচারীদেরও দোষ দেওয়া যায় না। ছাপোষা মধ্যবিত্ত তাহারা, বৃষ্টি যেদিকে তাহারা ছাতাও সেই দিকে ধরিবেন—ইহাই স্বাভাবিক। কারণ, কাজে যোগদানের দিন হইতেই তাহাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, 'বাঁচিতে চাহিলে কাজ নয়, ইউনিয়নের নেতাদের সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে'। জলে বাস করিয়া কুমিরের সহিত বিবাদ করিবার দুঃসাহস তাঁহারা দেখাইবেন কেমন করিয়া? আর তাই তো অফিসাররা নিয়মানুবর্তিতা বা কর্মসংস্কৃতির ব্যাপারে সামান্য কড়াকড়ি শুরু করিলেই কর্মচারীদের অলিখিত অভিভাবকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। চলিতে থাকে ঘেরাও-এর নামে অকথ্য গালমন্দ, মিটিং-এর নামে ক্ষমতা প্রদর্শন। কাজকর্ম উঠে পুরোপুরি শিকেয়। প্রয়োজনে ইউনিয়নের নেতারা তাহাদের মন্ত্রীদের ধরিয়া অপছন্দের অফিসারদের বদলি পর্যন্ত করাইয়া দেন দূর-দূরান্তে। মন্ত্রীরাও আপন আপন ছবি ঠিক রাখিতে ইউনিয়ন নেতাদের অন্যায় দাবী হজম করিয়া লন। তাই এইরূপ কর্মসংস্কৃতির মধ্যে থাকিয়া সরকারী অফিসাররা কতটুকু নিয়মবিধি কর্মীদের উপর আরোপ করিতে পারিবেন; শুধু কর্মকাণ্ডের ডাইরির পাতার পর পাতা ভরিবে, না বাস্তবে কিছু কাজ হইবে—তাহাই দেখার।

ভ্রম সংশোধন: গত ১১ আগষ্টের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ "পৌরসভায় ১২২ জন সাক্ষরের মূল্যায়ন পর্ব" প্রকাশিত সংবাদে ১২২০ জন এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম তৃপ্তি রায়ের পরিবর্তে তৃষ্ণা রায় হবে।

টাকা আত্মসাৎ নিয়ে অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকেরা পাননি। উল্লেখ, বহিঃমূল্যায়নের সময় ঐ উভয় চক্রের দায়িত্বে ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক জহুরুল ইসলাম। তিনি এই দুই শিক্ষা চক্রের শিক্ষকদের টিফিন বাবদ বরাদ্দ সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ, উক্ত পরিদর্শক শিক্ষকদের বদলীর ব্যাপারেও মোটা অঙ্কের টাকা দিনের পর দিন আদায় করে চলেছেন। ধুলিয়ান চক্রের শিক্ষক এবং নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সদস্য আবদুল খালেক জানান এ বৎসর নূতন নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও ফরাক্কা ও ধুলিয়ান চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকরা সার্ভিস বুকের জন্য অন্যায়ভাবে পঞ্চাশ টাকা করে আদায় করছেন। অথচ সার্ভিস বুকের দাম মাত্র চার টাকা।

রাজনৈতিক কনভেনশন (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান বক্তা ছিলেন বিধায়ক সোমেন মিত্র, সৌগত রায়, অম্বিকা ব্যানার্জী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আবু সুফিয়ান, আবু হেনা, মইনুল হক, মহঃ সোহরাব, উদ্বোধক হাবিবুর রহমান, জেলা কংগ্রেস সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, জেলা মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদিকা মমতাজ বেগম, রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি যথাক্রমে অরুণকুমার সরকার ও জয়কুমার জৈনসহ প্রায় ৭০০ প্রতিনিধি। দুটি ব্লকের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৪০ জন করে প্রতিনিধি কনভেনশনে উপস্থিত থাকার জন্য ব্লক কমিটি থেকে নির্দেশ ছিল বলে জানা যায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কনভেনশনে কর্মীদের নিয়ম মেনে চলার নজির কংগ্রেসে সচরাচর দেখা যায় না বলে কংগ্রেসেরই এক নেতা মন্তব্য করেন।

আবার সদরঘাটে সমাজবিরোধীদের অত্যাচার শুরু হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট চত্বরে আবার সমাজবিরোধীদের অত্যাচার শুরু হয়েছে। ওখানে প্রকাশ্যে ঢালাও মদের কারবার চলে। মদ্যপ অবস্থায় দলবদ্ধ সমাজবিরোধীরা রাতে পাড়ার বাড়ীর জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারে। মেয়েদের টিটকারী দেয়। বাড়ীতে ঢিল ফেলে। দরজায় ধাক্কা দেয়। এই ধরনের অত্যাচার পালাক্রমে ওরা চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ এলাকার উমা হালদারের অভিযোগ—গত ১৬ আগষ্ট রাত ১২টা নাগাদ তাদের বাড়ীর জানলা দিয়ে উঁকি মারার সময় কয়েকজন যুবক হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। তারা ক্ষমা চাইলে পাড়ার বয়স্ক লোকেদের নির্দেশ মতো ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পরের দিন রাত ১০টা নাগাদ ঐ যুবকের দল আরো কিছু ছেলে নিয়ে ওদের বাড়ী চড়াও হয়ে লোহার রড দিয়ে ওর বাবা অশোক হালদারের উপর এলোপাথারি আঘাত করে। তার বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। মাথায় বেশ কয়েকটি সেলাই পড়ে। থানায় খবর দিলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকী দেয় আক্রমণকারীরা। থানায় লিখিত অভিযোগ করলেও এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে সদরঘাট এলাকায় সমাজবিরোধীদের হাতে সম্মতিনগরের এক ব্যবসায়ী আক্রান্ত হয়ে সাংঘাতিকভাবে জখম হন। কলকাতা পিয়ারলেস হাসপাতালে ব্যয়সাধ্য চিকিৎসায় তিনি প্রাণে বাঁচেন। সে সময় পুলিশের তৎপরতায় এলাকার সমাজবিরোধীরা দীর্ঘদিন গা ঢাকা দেয়।

কারগিল যুদ্ধ তহবিলে

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়াসে চার হাজার চারশো ত্রিশ টাকা কারগিল যুদ্ধ তহবিলে পাঠানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজিতকুমার সেন এ তথ্য আমাদের দেন।

'সবুজ দ্বীপ' বিপন্ন (১ম পৃষ্ঠার পর)

গেছে চরের বেশ কিছু জমি, বড় বড় গাছ। পুরসভার দেওয়া কাঁটা তারের বেড়াও বর্তমানে জলে। তাই অভিজ্ঞমহল মনে করছেন জেলা পরিষদ বা পুরসভার পক্ষ থেকে অচিরেই ভাঙন রোধের কোন ব্যবস্থা না নিলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে চরে বহু টাকা ব্যয়ে লাগানো মূল্যবান গাছ ও আমোদ প্রমোদের সরঞ্জামগুলির গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মুছে যেতে পারে 'সবুজ দ্বীপ'।

একান্ত সাক্ষাৎকারে ইউনিসেফ কর্তা ডঃ কামাল ইসলাম

সমাজ কল্যাণের দায়িত্ব থেকে সরকারকে রেহাই দেওয়া যাবে না

বিশেষ প্রতিবেদক : জন্মসূত্রে বাংলাদেশের মানুষ, সমাজ কল্যাণের প্রথিতযশা অধ্যাপক ও গবেষক ডঃ কামাল ইসলামের প্রকৃত পরিচয় এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বনাগরিক। সারা বিশ্বের পিছিয়ে থাকা দেশ-গুলির অবহেলিত মানুষদের কল্যাণ ও উন্নয়ন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সম্প্রতি বহরমপুরে ইউনিসেফ সংস্থার রাজ্য অধিকর্তা ডঃ ইসলামের উপস্থিতিতে জেলার গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলা এবং স্কুলে পাঠরতা এবং স্কুলছুট ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী মেয়েদের জন্য দুটি কল্যাণ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চাইল্ড ইন নীড ইনষ্টিটিউট (সিনি)-র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই প্রকল্প দুটির নাম 'কম জন্ম ওজনের প্রতিরোধ ও অপুষ্টি দূরীকরণ' ও 'রক্তাল্পতা দূরীকরণ'। প্রথম প্রকল্পটির প্রাথমিক লক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে, ০-২ বছর বয়সী শিশু, ১০-১৯ বছরের মেয়ে ও গর্ভবতী মহিলারা। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত দ্বিতীয় প্রকল্পটির লক্ষ্য স্কুল পাঠরত ও স্কুল ছুট ১০-১৯ বছর বয়সী মেয়েরা। ঐ দিন বহরমপুর সার্কিট হাউসে জঙ্গিপুর সংবাদের প্রতিনিধির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে ডঃ ইসলাম সমাজ কল্যাণ বিষয়ে তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা জানান। সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে কেরালার এগিয়ে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন—কেরালায় ৬০০ বছরে কোনো বৈদেশিক অনুপ্রবেশ হয়নি। ফলে সামাজিক সুস্থিতি ছিল। এরই পাশাপাশি উদার মনের জমিদাররা সমাজ কল্যাণের পরিকাঠামো তৈরী করেছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। খ্রীষ্টান মিশনারীরা সেই অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই স্থাপন করেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার আধুনিক ব্যবস্থা। তাই স্বাধীনতার আগে থেকেই কেরালায় শিক্ষার হার ছিল উঁচুতে। ডঃ ইসলাম জানালেন ইথিওপিয়ার রাজধানী আবিসিনিয়া থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরের এক প্রত্যন্ত গ্রামেও এক কেরালার অধিবাসী শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর মতে, একই কারণে শ্রীলঙ্কাতে শিক্ষার হার অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় বেশী। শ্রীলঙ্কায় কোনো স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়নি। ফলে ব্রিটিশ শাসকরা সে দেশে শিক্ষাখাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। ১৯৪৮ সালে দেশ স্বাধীন হলে দেখা যায় স্বাধীন সরকারকে শিক্ষার উন্নয়নে কোনো বাড়তি উদ্যোগ নিতে হচ্ছে না। তাঁর নিজের দেশ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ডঃ ইসলামের অভিমত ১৯৭১ এ দেশ স্বাধীন হবার পরেও দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আজও সে ধরনের গুরুত্ব পায়নি। বাংলাদেশের বহু প্রচারিত 'খাদ্যের বিনিময়ে কার্য' কর্মসূচীর প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য কাজ হচ্ছে যখন খাদ্য-শস্যর দাম কম থাকে। গ্রামবাসীরা সেই মজুরি সে সময় অল্প দামে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেয়। পরে খাদ্যের দাম বেড়ে গেলেই ঐ ব্যবসায়ীরা একই খাদ্য গ্রামবাসীদের বিক্রি করে। এছাড়াও ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ ঠিকমতো ব্যয় হয় না। ডঃ ইসলামের ভাষায় এটা হলো 'সিষ্টেম লস'। সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংগঠনগুলির ভূমিকা প্রসঙ্গে ডঃ ইসলামের বক্তব্য বহু বেসরকারী সংস্থা আছে যারা কাজ করে না, অসৎ এবং অন্য উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের উৎপত্তি। আবার অনেক সরকারী আধিকারিক আছেন যাঁরা সৎ এবং ঠিকমতো কাজকর্ম করে চলেছেন। তাই কাজের ফলাফল সরকারী ও বেসরকারী দুই ক্ষেত্রেই প্রায় একরকম। তবে সামাজিক উন্নয়নের দায়িত্ব প্রথমে সরকারের। তাই এই পরিষেবার কাজ থেকে সরকারকে বাদ দেবার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ এ কাজে কখনই সরকার তার দায় এড়াতে পারে না। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ একত্রে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভবনার সৃষ্টি করবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা দিবসের আরো খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে মহকুমার আরো কয়েকটি জায়গায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের খবর পাওয়া গেছে। সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া নেতাজী সংঘ প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, বৃক্ষরোপণ, আলোচনা সভা, ফুটবল প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করে। মনিগ্রাম কিশোর সংঘ ক্লাবও প্রভাতফেরী, সাইকেল রেস (ধীর গতির), সন্তরণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের ছোটকালিয়াই গ্রামে শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগার প্রভাতফেরীর মাধ্যমে এবং জুনিয়র বেসিক প্রাইমারী স্কুল, হিন্দু মিলন মন্দির প্রভৃতি জায়গায়ও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। সেখানকার অগ্রণী ক্লাবের পরিচালনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

বাড়ালায় নতুন এক্সচেঞ্জের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের বাড়ালা গ্রামে গত ১৮ আগষ্ট ২৫৬ বোর্ডের এক্সচেঞ্জের উদ্বোধন করেন টেলি কমিউনিকেশনের সাবডিভিসন্যাল ইঞ্জিনীয়ার। বর্তমানে এখানে ৫০ জন মত গ্রাহক থাকলেও যে পরিমাণ গ্রাহক ফরম জমা পড়েছে তাতে ১০০ পার হয়ে যাবে এবং বর্তমান বোর্ডে ১৫২ জনকে সংযোগ দেওয়া যাবে বলে জানা যায়।

হেপাটাইটিস-বি টীকাকরণ কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের অফিসের তৃতীয় তলে ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থার পরিচালনায় হেপাটাইটিস-বি টীকাকরণের প্রথম পর্য্যায় শুরু হবে। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সুতি থানার অধীন কদমতলা নিবাসী অধুনা মৃত চিত্তরঞ্জন দাস জীবিত থাকাকালীন তিনি কাহারও অনুকূলে কোনো প্রকার উইল বা ইচ্ছাপত্র সম্প্রদান করিয়া যান নাই বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এক্ষণে উক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের লিখিত তথাকথিত কোনো কাগজ বলে কোনো ব্যক্তি তাহার স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে উদ্যত হইলে ক্রেতাগণ তাহা সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে করিবেন। তাহাতে উক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের অপর ওয়ারিশগণ বাধ্য থাকিবেন না।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ   ১) শিপ্রা দাস ২) মীরা সাহা ৩) ব্রততী দাস

ফোন : ৬৬৮০৮/৬৪৫৭৩

মেসার্স সি, সি, এন্টারপ্রাইজ

জে, কে, টায়ার কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

(এখানে জে, কে, টায়ার কোম্পানীর বাস, ট্রাক ও সকলপ্রকার যানবাহনের টায়ার বিক্রয় করা হয়)

অফিস : নূতন বাসষ্ট্যান্ডের নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতির পার্শ্বে দেবীরতন চক্রবর্তীর বাড়ীর নীচে।

জায়গাসমেত বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী পার্কে পার্ক ভিউ নারসিং হোমের সামনে ফাঁকা জায়গা ও বাড়ীসমেত মোট পৌনে পাঁচ কাঠা জমি সত্বর বিক্রয়ে ইচ্ছুক। আগ্রহী ব্যক্তিগণ ফোনে শীঘ্র যোগাযোগ করুন।

ফোন নং (০৩৩) ৫৫৬-৪২০৩

এবং (০৩৩) ৫৫৮-১৪২২

জুন-জুলাই-এ বেহাল (১ম পৃষ্ঠার পর)

না হতেই অকেজো হয়ে উঠছে। কণ্ট্রাকটর কোন রকমে বালির বাঁধ বাঁধা করে দায়সারা গোছের রাস্তা তৈরী করছে যাতে অল্প সময়ের মধ্যে আবার রাস্তার টেণ্ডার পায়। এরফলে যানবাহন চলাচলে দেখা দিচ্ছে দারুণ অসুবিধা। যানজট, যান দুর্ঘটনাও দেখা দিচ্ছে অহরহ। বর্তমানে বাস-লরীগুলি একবার বামদিকে একবার ডানদিকে কাতমেরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে। ধুলিয়ান থেকে রঘুনাথগঞ্জ বা ফরাক্কা থেকে অরঙ্গাব'দ আসতে যে সময় লাগে তার দ্বিগুণেরও বেশী সময় লেগে যাচ্ছে রাস্তার এই অবস্থায় জ্যামের জন্য।

লক্ষ্যমাত্রা ১৫ লক্ষ (১ম পৃষ্ঠার পর)

জেলা কমিটিকে অর্থ সাহায্য করে মোট দু'লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তুলে দেবে। এটি জেলা কমিটি মূলতঃ নির্বাচনে যানবাহন ব্যবহার বাবদ খরচ করবে। ঠিক সেই মতোই জঙ্গিপুর মহকুমার দুটি জোন জঙ্গিপুর (৪টি ব্লক) ও ফরাক্কা (৩টি ব্লক) জোনকে দেড় লক্ষ করে টাকা তুলতে হবে। অর্থ সংগ্রহে সাধারণ মানুষের কাছে দলীয় ক্যাডাররাই বাড়ী বাড়ী যাবে। এব্যাপারে পাঁচ ও দশ টাকার কুপনও ছাড়া হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া রাজ্য সরকারী কর্মী ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী অ'ফিস, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সকলের কাছেই সিপিএম অর্থ সংগ্রহে যাবে।

ব্যবসায়ী গুরুতর জখম (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরদিন সাধারণ মানুষ দুষ্কৃতিদের বাড়ী চিহ্নিত করে সেখানে ভাঙচুর চালায়। এখন পর্যন্ত কোন গ্রেপ্তারের খবর নাই। এলাকার মানুষ প্রায়ই ডাকাতির প্রতিবাদে ২৮ আগষ্ট রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের পদস্থ কর্তাদের প্রতিশ্রুতিতে অবরোধ দুপুর নাগাদ উঠে যায়। উল্লেখ্য ধুলিয়ান এলাকায় গত কয়েক মাসে ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং: গনকর ৬২০২৯

পাত্রী চাই

তিলি, বয়স ২৭+, ৫'৪", আহিরণ হেমাঙ্গিনী বিদ্যায়তনের শিক্ষক (এম-এ, ভূগোলে গবেষণারত) এর জন্য সুন্দরী উপযুক্তা জঙ্গিপুর মহকুমাবাসী শিক্ষিকা পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলিবে।

যোগাযোগ :— নিরঞ্জনকুমার ঘোষ (প্রধান শিক্ষক)
গ্রাম ও পোঃ আহিরণ (বাবুপাড়া) মুর্শিদাবাদ
ফোন: ৩০২২৩ (স্কুল) এসটিডি ০৩৪৮৩

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক **ডাঃ গোপন সাহা**

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারাণ্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেণ্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেণ্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সাটিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ২০%
(১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত)

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।